6

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 AUG 1998
পৃঃ ৩ কলাম ৬

বরগুনার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নানা সংকটের আবর্তে

বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ।। জেলার ৫টি থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থা সঙ্কটের আবর্তে পতিত হইয়াছে। অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থা জরাজীর্ণ। সংস্কারহীন ভবন ও ঘরে শিশু ছাত্র-ছাত্রীরা বিপজ্জনক অবস্থায় লেখা-পড়া করিতেছে। স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নাই। যেসব শিক্ষক রহিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ রহিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা নিয়মিত স্কুলে আসেন না। অথচ হাজিরা খাতায় অনেক শিক্ষক নিয়মিত স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, বরগুনা জেলায় মোট ৩ শত ৭৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। তাহার মধ্যে থানাভিত্তিক স্কুলের সংখ্যা হইল: বরগুনা সদর থানায় ১০৯টি, আমতলীতে ১০১টি, বেতাগীতে ৭১টি, পাথরঘাটায় ৬১টি এবং বামনা থানায় ৩৭টি। এই স্কুলগুলিতে সর্বমোট ১ হাজার ৬ শত ৩৪ জন শিক্ষকের পদ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৩৬৭টি এবং সহকারী শিক্ষকের পদ ১হাজার ২শত ৬৭টি, বর্তমানে প্রধান শিক্ষক ৩৪১ জন এবং সহকারী শিক্ষক ১ হাজার ১ শত ৬৫ জন কর্মরত রহিয়াছেন। এই হিসাব অনুযায়ী জেলায় ২৬ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১০২ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

বরগুনার প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

এদিকে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই সময়মত স্কুলে যায় না। তাহারা স্কুলে অনুপস্থিত থাকিয়া পরের দিন খাতাপত্রে উপস্থিত থাকেন। ইহাছাড়া নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই স্কুল ছুটি দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্কুলের নিকটবর্তী বাজারের দিন ক্লাস বন্ধ রাখা হয়। অনেক শিক্ষক বাড়ীর নিকটবর্তী স্কুলে কাজ করায় তাহারা বাড়ীর কাজকর্ম নিয়া ব্যস্ত থাকেন। ইহাছাড়া কোন কোন শিক্ষক নিজের ব্যবসা ও সালিশী নিয়া ব্যস্ত থাকেন। ইহাছাড়া বিভিন্ন স্থানের শতাধিক সরকারী বিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই নাজুক। ইহার মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নাই। সহকারী শিক্ষক প্রয়োজনের অর্ধেক রহিয়াছেন। অনেকে বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকিতে হয়। শিক্ষা প্রদান বা শিশুদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। অনেক বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন মেরামত করা হয় নাই।